তারিখ ... 07 APR 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৭ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

শিক্ষা □ জয়া ফারহানা

প্রজ্ঞা প্রসারের অন্য এক দিক

চিন্তা ও দর্শনের গভীর এক আকর হওয়ার সুবাদে এবং বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ ধর্মের মাধ্যমে চিন্তা ও দর্শন চর্চা করার কারণে ধর্ম নিজেই এক স্বয়ম্ভু শক্তির উৎস। যে কারণে রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে প্রত্যক্ষভাবে ধর্মের অংশগ্রহণ বাদ দেয়া গেলেও ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। শুধু প্রাচ্যে নয় পাশ্চাত্যেও ধর্মের দাবি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। হয়তো ন্যায্য কারণেই বিস্তৃত। সবচেয়ে আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে যাকে আমরা মডেল গণ্য করি সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ধর্মকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে চলে না। নির্বাচনকালীন প্রার্থীদের বাইবেল ছুঁয়ে বিবিধ প্রতিজ্ঞার কথা এক্ষেত্রে আমরা স্মরণ করতে পারি। প্রাচ্য অঞ্চলের চেয়ে পাশ্চাত্যেই বরং রাজনীতিতে ধর্ম চর্চা চলে বেশি। আগ্রহীরা খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন। আমাদের প্রাচ্য অঞ্চলে ধর্মবিশ্বাসী এবং ধর্ম অবিশ্বাসীরা শতাব্দীর পর শতাব্দী পাশাপাশি বাস করে আসছেন। এবং এই সহাবস্থানের কারণে বড় ধরনের কোন সমস্যা তৈরি হয়েছে এমন নজির নেই। মনে রাখা দরকার দু'শো বছর আগে এই অঞ্চলের মাটিতে বসেই লালন লিখতে পেরেছিলেন 'জাতের ফাৎনা ডুবিয়েছি সাত বাজারে' বা 'জাত হাতে পেলে পোড়াতাম আগুন দিয়ে'-এর মতো' চমৎকার উদার নৈতিক সব বাক্য। নজরুলের লেখা 'জাতের নামে বজ্জাতি সব/জাত জালিয়াত খেলছো জুয়া/ ছুঁলে তোর জাত যাবে/জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া'-জাতীয় চূড়ান্ত সম্প্রীতির বাক্যই বা পাশ্চাত্যে ক'জন লিখেছেন। অসম্ভব ধর্মপরায়ণ জাতি হওয়া সত্ত্বেও আমরা অন্য ধর্মাবলম্বী অথবা যারা ধর্মে অবিশ্বাসী প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা নিয়ে পাশাপাশি থেকেছি শান্তির সঙ্গে। এখানে সবাই নিরাপদ। কিন্তু নিকট অতীতের বেশকিছু ঘটনার কারণে সেই দাবি আর করা যাচ্ছে না। প্রশ্ন হচ্ছে এই পরিস্থিতি কেন তৈরি হলো। নিশ্চয়ই সমাজবিজ্ঞানী এবং গবেষকরা এইসব সহিংসতার গভীরের কারণ খুঁজে বের করবেন এবং এই বিষয়ে ধ্রুপদী মীমাংসার স্তরে পৌঁছাবেন।

বাংলাদেশ এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে এখনও পুঁজির সুস্থ বিকাশের ধারা তৈরি হয়নি কিন্তু পুঁজিমান হওয়ার জন্য ন্যায্য অন্যায্য সব পথে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছেন। এরকম একটি অস্থির ও অসফল পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে যদি একই সঙ্গে তিন কিসিমের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকে আধা পুঁজিতান্ত্রিক (বাংলা মাধ্যম) পুঁজিতান্ত্রিক (ইংরেজী মাধ্যম) সামন্ততান্ত্রিক (মাদ্রাসা শিক্ষা) তাহলে সেই সমাজের সংঘর্ষ

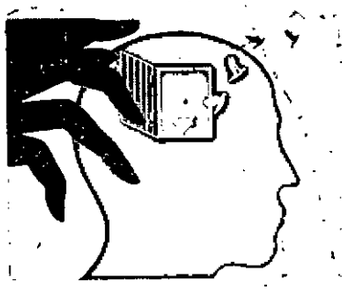

এড়ানো যাবে এমন জাদুমন্ত্র নিশ্চয়ই কারো জানা নেই। বাংলা ইংরেজি ও মাদ্রাসা শিক্ষা পাঠ্যসূচির বৈষম্য সমাজে খুবই স্পষ্ট দাগে একটি বৈষম্যময় সমাজব্যবস্থা তৈরি করেছে। ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে প্রজ্ঞা ও প্রগতিশীলতা অর্জন সম্ভব কিন্তু ধর্মের সেই প্রজ্ঞার শিক্ষার সঙ্গে মাদ্রাসা পাঠ্যসূচি কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ সেটা বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্ক যুক্ত করা না গেলে শুধু এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে দোষী প্রমাণ করে কোন সুফল মিলবে না। কারণ এদেশের বিপুল অধিকাংশ গরিব মানুষের শিক্ষার দর্শনই ধর্মীয় শিক্ষা। সংখ্যাগরিষ্ঠের শিক্ষার এই দর্শনকে উপেক্ষা করে সুস্থির সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। অস্থিরতা চাইলে শতমুখে নিন্দা জানিয়ে কথা ও লেখার মাধ্যমে তাদের বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেয়া যায় কিন্তু মনে রাখা দরকার তারা আমাদেরই দেশের মানুষ। আমাদেরই স্বজন পরিজন। তাদের মনস্তত্ত্ব আত্মস্থ করার মাধ্যমেই কেবল সহিষ্ণু সহাবস্থান নিশ্চিত করা যাবে উপেক্ষা কিংবা বাতিল করে নয়। দেশের মূলধারার সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত করে আমরা তাদের সংস্কৃতিকে মোকাবেলা করতে পারি। বিভাজন তৈরি করে নয়।

ইসলাম দরিদ্রের ধর্ম। আমাদের নবী করিম (সাঃ)ও দরিদ্র ছিলেন। যারা প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তারাও দরিদ্র। দরিদ্রের পক্ষে ইসলামের কঠিন ও নিরপেক্ষ অবস্থান দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারি না। যেই ধর্ম অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম শক্ত অবস্থান নিয়েছিল সেই ধর্ম নিপীড়িতের বিপক্ষে যাবে এটা হতে পারে না। কিন্তু কেন এবং কী কারণে নিপীড়িতের পক্ষে এই শিক্ষা কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিপীড়িতেরই বিপক্ষে কাজ করছে সেটা ভেবে দেখার দরকার আছে। কেন কোন কিছুকে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করছে এবং মানুষ হত্যার মতো নৃশংস সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাদের নাম জড়িয়ে যাচ্ছে ভাবলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ইসলামের ঠিক শিক্ষাটি তাদের দেয়া হচ্ছে না। বলপ্রয়োগ সহিংসতা ও নৈরাজ্যকে অনুমোদন করেনি ইসলাম। অতএব নৈরাজ্য সহিংসতা ও নৃশংসতা যদি ইসলামের নামে ব্যবহৃত হয় সেটা যে সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শ হিসেবে কাজ করছে এবং এই আদর্শ ইসলাম নয় মাদ্রাসার পাঠ্যসূচিতে তা স্পষ্ট হওয়া দরকার, বিশেষ করে যারা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিচ্ছেন কাউন্সিলিংটা দরকার তাদের। আমাদের জনগোষ্ঠীর অত্যন্ত বড় একটি অংশ মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত। মাদ্রাসা শিক্ষার সামগ্রিক দিককে অতএব অবহেলা দেখানোর সুযোগ নেই। গরিব মানুষের শিক্ষা বলে এই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা হবে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। মনে রাখা দরকার কপাট যেখানে থেকে বন্ধ রাখা হয় আঘাতটা সেখান থেকেই আসে।

● লেখক : কথাসাহিত্যিক